ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 053 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৫৩ ● কলকাতা ● ১১ ফাল্গুন, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

সম্পাদককে নিরাপত্তাহীনতায় ফেলে প্রশাসন! অভিযোগে উত্তাল জীবনতলা, হাইকোর্টের নির্দেশও উপেক্ষিত?

নিজস্ব প্রতিবেদন | দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সত্য প্রকাশের দায় কি তবে অপরাধ? দীর্ঘ কুড়ি বছরের সাংবাদিকতা জীবনে একাধিক স্পর্শকাতর বিষয় তুলে ধরেছেন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। আর সেই ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশের পর থেকেই নানাভাবে চাপে পড়তে হয়েছে তাঁকে—এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ উঠেছে জীবনতলা থানার ভূমিকা নিয়ে।

সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের দাবি, বারবার হুমকি, মানসিক ও শারীরিক আক্রমণের আশঙ্কা, এমনকি ভাড়াটে দুষ্কৃতী লাগানোর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও জীবনতলা থানায় এফআইআর নথিভুক্ত করতে গড়িমসি করা হয়েছে। থানায় সরাসরি যাওয়া তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয় বলে ইমেইলের মাধ্যমে অভিযোগ জানানোর পথ বেছে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু অভিযোগ, তাতেও কার্যত কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি।

স্থানীয় মহলে প্রশ্ন উঠছে—যেখানে অভিযোগ গ্রহণেই অনীহা, সেখানে নিরাপত্তা দেবে কে? প্রশাসনের একাংশের বক্তব্য, নিরাপত্তার বিষয়ে আলোচনা করতে হলে জীবনতলা থানার সঙ্গেই যোগাযোগ করতে হবে। কিন্তু যেই থানার বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ, সেই থানার কাছেই আবার নিরাপত্তা চাওয়ার পরামর্শ—একে অনেকেই "উল্টো বিধান" বলেই কটাক্ষ করছেন।

এই প্রেক্ষাপটে কলকাতা হাইকোর্টের স্পষ্ট ইঙ্গিতও সামনে এসেছে। অভিযোগ, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কার্যকর নিরাপত্তা প্রদান করা হয়নি। বিষয়টি রাজ্য পুলিশের শীর্ষকর্তাদের কাছেও ইমেইল মারফত জানানো হয়েছে বলে সম্পাদক দাবি করেছেন। তবে সেই বার্তা আদৌ কতদূর পৌঁছেছে, তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়ে গেছে।

ঘটনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে ভৈরব মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির নাম। সম্পাদক পক্ষের অভিযোগ, তাঁর বিরুদ্ধে জমি দখলের চেষ্টা ও দুষ্কৃতী চক্র সক্রিয় করার মতো গুরুতর অভিযোগ থাকলেও পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পিছপা হচ্ছে। এর পিছনে রাজনৈতিক চাপ, নাকি অন্য কোনো অদৃশ্য প্রভাব—সে প্রশ্ন এখন জনমানসে ঘুরপাক খাচ্ছে।

সাধারণ মানুষের একাংশের বক্তব্য, থানার নিষ্ক্রিয়তা নতুন কিছু নয়। কিন্তু একজন সংবাদপত্রের সম্পাদক যখন ধারাবাহিকভাবে সত্য প্রকাশের কারণে হেনস্তার অভিযোগ তুলছেন, তখন বিষয়টি কেবল ব্যক্তিগত নিরাপত্তার নয়—গণতন্ত্রে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রশ্নও জড়িয়ে পড়ছে। জেলা গোয়েন্দা বিভাগের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, সরাসরি পদক্ষেপ নেওয়ার বদলে বিষয়টি আবার স্থানীয় থানার ওপরই ঠেলে দেওয়া হয়েছে। যদি সত্যিই নিরাপত্তা দেওয়ার সদিচ্ছা থাকে, তবে কেন তা দ্রুত কার্যকর হচ্ছে না—এ প্রশ্ন এখন জোরালো হচ্ছে বিভিন্ন মহলে।

প্রশাসনের নীরবতা যত দীর্ঘ হচ্ছে, ততই বাড়ছে আশঙ্কা ও ক্ষোভ। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের কথায়, "সত্য প্রকাশ করাই যদি অপরাধ হয়, তবে সেই অপরাধ আমি করে যাব।"

এখন দেখার, জীবনতলা থানার ভূমিকা নিয়ে ওঠা প্রশ্নের জবাব প্রশাসন কীভাবে দেয় এবং একজন সম্পাদককে নিরাপত্তা দেওয়ার সাংবিধানিক দায় কত দ্রুত পালন করা হয়। গণতন্ত্রে কলমের স্বাধীনতা কি সুরক্ষিত থাকবে, নাকি চাপের মুখে স্তব্ধ হবে—তার উত্তরই খুঁজছে গোটা দেশ।

পর্ব 212

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

সেখানে কাল তাদের অনেক দানা খেতে মিলেছিল আর সেইজন্যে সব পাখীরা আবার সেই জায়গাতেই যাওয়ার কথা বলছে।

ঐ অভিজ্ঞ পাখী এর বিরোধিতা করছে। সে বলছে গত আট দিন থেকে আমরা ঐ জায়গাতেই যাচ্ছি।

ক্রমশঃ

শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে কী দাওয়াই নির্বাচন কমিশনের?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কোর্টের নির্দেশ মেনে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ তথ্য যাচাইয়ের কাজ শেষ হয়নি। ফলে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি এবং তথ্যগত অসঙ্গতি কত, সেই তালিকা তৈরি করা হয়নি। এদিকে সুপ্রিম নির্দেশ মেনে নথি যাচাইয়ের জন্য প্রতি জেলায় তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে দিয়েছে হাই কোর্ট।অন্যদিকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পরেই বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হবে। মনে করা হচ্ছে, দোলের পরেই বঙ্গ বিধানসভা ভোটের দিন ঘোষণা হতে পারে। যদিও তার আগেই বাংলায় চলে আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। বাহিনী মোতায়েন নিয়ে সোমবারই বৈঠকে বসছে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তর। যেখানে রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতা পুলিশ কমিশনার-সহ একাধিক নিরাপত্তা আধিকারিকদের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। আর এহেন বৈঠকের আগেই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য মনোজ আগরওয়ালের। তিনি বলেন, "শান্তিপূর্ণ ভোটের জন্য যেখানে যে ওষুধের প্রয়োজন সেখানে সেই ওষুধ পৌঁছে যাবে।"কিন্তু সার্ভার সমস্যায় এখনও পর্যন্ত এই কাজে নিযুক্ত বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের আইডি তৈরি করতে পারেনি কমিশন। তবে সোমবার সেই আইডি চলে আসবে বলেই দাবি। অন্যদিকে ভোটের কাজে বাহিনী মোতায়েন নিয়ে সোমবারই বৈঠকে বসছে কমিশন। তার আগে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের স্পষ্ট বার্তা, 'শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে যেখানে যে ওষুধের প্রয়োজন সেই ওষুধ পৌঁছে যাবে।"

এসআইআরে নথি যাচাই প্রক্রিয়া ঠিক মতো হচ্ছে কি না, তা দেখতে প্রতিটি জেলায় জেলা বিচারক, জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারদের নিয়ে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে দিয়েছে হাই কোর্ট। গত ২০ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের নির্দেশিকা মেনে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, জুডিশিয়াল অফিসারদেরও ছুটি বাতিল করা হয়েছে। আগামী ৯ মার্চ পর্যন্ত সমস্ত ছুটি বাতিল করা হয়েছে। যাঁরা ছুটিতে আছেন, তাঁদের অবিলম্বে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবার সকাল থেকেই এই নথি যাচাইয়ের কাজ শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু এখনও আইডি তৈরি না হওয়ায় এই প্রক্রিয়ার শুরুতেই সমস্যা হতে পারে বলে আশঙ্কা। যদিও কমিশনের দাবি, সোমবারেই সমস্যা মিটে যাবে। এক্ষেত্রে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা ফোন নম্বর দিয়েই লগ ইন করতে পারবেন। বিধানসভা ভিত্তিক তালিকা দিলে ফোন নম্বর দিতে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে কমিশনের প্রস্তাব, ১.৫ কোটি ভোটারকেই যাচাই করতে হবে। এই প্রসঙ্গে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, "আমাদের কাজ বিশুদ্ধ ভোটার তালিকা তৈরি করা। সেটাই প্রধান এবং একমাত্র লক্ষ্য।"

কলকাতায় বসে বড়সড় নাশকতার ছক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় মডিউল! কলকাতায় বসে বড়সড় নাশকতার ছক? দিল্লি পুলিশের জালে ধরা পড়া মডিউলের সূত্র ধরে বেরিয়ে এল কেঁচো খুঁড়তে কেউটে। সূত্রের খবর, কলকাতার উপকণ্ঠে ২টি বাড়ি ভাড়া নিয়ে নাশকতার ছক কষছিল সন্দেহভাজনরা। দিল্লি পুলিশ সূত্রে দাবি, ISI-এর মদতে বাংলাদেশে বসে গোটা চক্রটি চালাচ্ছিল লস্কর-ই-তৈবার হ্যান্ডলার, সাব্বির আহমেদ লোন।বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, পশ্চিমবঙ্গ জঙ্গিদের নিরাপদ আস্তানা। এর জন্য দায়ী রাজ্যের শাসক দল। এরা (তৃণমূল কংগ্রেস) দেশবিরোধী হয়ে এমন অবস্থা তৈরি করেছে যে সব জঙ্গি বুঝে গেছে পশ্চিমবঙ্গে আসলে তাঁরা বেঁচে থাকতে পারবে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপদ তৃণমূল কংগ্রেস। 'কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী বলেন, পশ্চিমবঙ্গ জঙ্গিদের করিডর, কালো টাকার করিডর, মাফিয়ার করিডর।জঙ্গিরা মনে করে যে এই বাংলা তাঁদের জন্য সেফ হেভেন হবে। লস্কর-ই-তৈবা কী করে ঢুকছে, কী করে আছে, নিশ্চয়ই চিন্তার বিষয়। বিরোধীদের আক্রমণের পাল্টা জবাব এসেছে রাজ্যের শাসক দলের তরফেও।এদিকে দিল্লি পুলিশের জালে ধরা পড়া জঙ্গি মডিউল নিয়ে তোলপাড়ের

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্যের ভূমিকায় চরম ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট, এবার কড়া নির্দেশ বিচারপতির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যজুড়ে আগাছার মতো গজিয়ে উঠেছে বেআইনি নির্মাণ । সাম্প্রতিক সময়ে শহর থেকে জেলা অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ বারে বারে উঠে এসেছে। এবার সেই রকমই বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত মামলায় চরম ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট ।সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারকে মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ

আদালতের।এরপরই বিচারপতির প্রশ্ন, 'পাঁচশোর বেশি বেআইনি নির্মাণ রয়েছে সেগুলো নিয়ে কী

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

রাজ্যের ভূমিকায় চরম ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট, এবার কড়া নির্দেশ বিচারপতির

ব্যবস্থা করা হয়েছে?' কেন্দ্রের প্রসঙ্গ টেনে বিচারপতি বলেন, 'আমি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে ভাঙার নির্দেশ দেব। তাছাড়া তো আর উপায় নেই।' পাশাপাশি বিচারপতি বলেন, 'কোন পার্থ ভৌমিক বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে দিচ্ছে না সেসব শুনতে চাই না।' এদিন কেন্দ্রকে এই মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। জাস্টিস সিনহার মন্তব্য, 'রাজ্য যদি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, কোনো পদক্ষেপ নিতে না পারে তাহলে কেন্দ্রকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হবে। ' ১৬ মার্চ মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।সোমবার পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে বেআইনি নির্মাণ ভাঙা সংক্রান্ত এক মামলা উঠেছিল বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। সেখানেই রাজ্য সরকার ও পুর কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় ক্ষোভপ্রকাশ করেন বিচারপতি। ক্ষুব্ধ বিচারপতি স্পষ্ট বলেন, 'রাজ্য যদি না-পারে আমি কেন্দ্রের সহযোগিতা চাইব। কেন্দ্রীয় বাহিনী নামিয়ে বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কাজ করতে হবে।' শুনানির শুরুতে বিচারপতি বলেন, 'পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করতে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে তার বাইরে আদালত আর কিছু জানতে চায় না। প্রতিদিন শুধু রিপোর্ট জমা হচ্ছে। আমি রিপোর্ট দেখতে চাই না। কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেটা জানতে চাই আমি।' ২০ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক রিপোর্ট দাখিল করায় এই মন্তব্য করেন বিচারপতি।

পূর্ব কলকাতা জলাভূমি কর্তৃপক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য, 'চৌবাগা-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় বেআইনি নির্মাণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে যাওয়া হয়েছিল। যেখানে পুর কর্তৃপক্ষ উপস্থিত ছিল না সেখানে এলাকার মানুষজন বড় আকারে আন্দোলন করছে। একাধিকবার জেলাশাসককেও জানানো হয়েছে।' তিনি আরও অভিযোগ করেন, পার্থ ভৌমিক নামে একজন বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে বাধা দিচ্ছে।

(২ পাতার পর)

কলকাতায় বসে বড়সড় নাশকতার ছক

আবহেই, জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতোয়ারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হয়েছে ৭ জঙ্গি। যার মধ্যে রয়েছে জইশ কমান্ডার বলে পরিচিত সইফুল্লা। উদ্ধার হয়েছে প্রচুর অস্ত্রও। কলকাতা কি ক্রমশই হয়ে উঠছে জঙ্গিদের সেফ প্যাসেজ? দিল্লি পুলিশের জালে ধরা পড়া জঙ্গি মডিউলের সূত্র ধরে উঠে আসছে এমনই একাধিক শিউরে ওঠার মতো তথ্য। সূত্রের দাবি,এই মহানগর-সংলগ্ন কোনও এক ভাড়াবাড়িতে বসেই করা হচ্ছিল বড়সড় নাশকতার ছক।মালদার বাসিন্দার সন্দেহভাজন জঙ্গি উমর ফারুকের সঙ্গে সরাসরি যোগ ছিল, লস্কর-ই-তৈবার হ্যান্ডলার বাংলাদেশের সাব্বির আহমেদ লোনের।তবে কি সন্ত্রাসী পরিকল্পনায় একসূত্রে বাধা পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গ, পাকিস্তান আর বাংলাদেশ? রবিবার, পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ু থেকে জঙ্গি যোগের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় ৮ সন্দেহভাজনকে। দিল্লি পুলিশের দাবি, লস্কর-ই-তৈবার হ্যান্ডলার, বাংলাদেশের বাসিন্দা শাব্বির আহমেদ লোনকে মদত জোগাচ্ছে পাক গোয়েন্দা সংস্থা ISI

এমনকী মালদার উমর ফারুককে অস্ত্র কেনার জন্য টাকা পাঠানোর প্রস্তাবও দেয় লস্কর-ই-তৈবার হ্যান্ডলার শাব্বির, এমনটাই খবর দিল্লি পুলিশ সূত্রে।এখানেই শেষ নয়। ভারত-বিরোধী একাধিক কার্যকলাপের ছক ছিল ওই ৮ জনের দলের, এমন একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য তদন্তকারীদের হাতে উঠে এসেছে।দিল্লি পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে, দিল্লি মেট্রো স্টেশনের বাইরে ফ্রি কাশ্মীরের মতো উস্কানিমূলক পোস্টার লাগানোর পাশাপাশি, কলকাতার মেট্রো স্টেশনের বাইরেও পোস্টার লাগানোর পরিকল্পনা ছিল ধৃতদের।পোস্টার PDF করে পাঠানো হয়েছিল বাংলাদেশ থেকে যা ছাপানো হয় কলকাতায়।তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ওই সন্দেহভাজনরা ৮ হাজার টাকার ২টি ঘরভাড়া নিয়েছিল কলকাতা সংলগ্ন এলাকায়।পাশাপাশি দিল্লি পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে, ISI ও বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠনের সহায়তায় বড় কোনও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের পরিকল্পনা ছিল ধৃতদের।

শুভেন্দুর গড়ে বড় ভাঙন, বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান প্রায় ৫০০ পরিবারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শুভেন্দুর গড়ে বড় ভাঙন। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ প্রায় ৫০০ পরিবারের,ময়নার গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া হল বিজেপির। বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিক পারদ চড়ছে সর্বত্রই। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেলায় বিজেপির হাতছাড়া হল বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত।বিজেপি থেকে প্রায় ৭০টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন বলে দাবি তৃণমূলের। পতিরাজপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে শ্রীধরপুর গ্রামে একটি যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে পতিরাজপুর অঞ্চলের ৭০ টি পরিবারের মোট তিন শতাধিক বিজেপি কর্মী সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন বিধায়ক মোশারফ হোসেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, পঞ্চায়েত সভাপতি রীনা সরকার, অঞ্চলের চেয়ারম্যান লতিফুর রহমান, ব্লক মহিলা তৃণমূলের সহ সভানেত্রী সাহানাজ বেগম সহ অন্যরা। বিধায়ক জানান, এলাকায় উন্নয়ন মূলক কাজের প্রতি আস্থা রেখে এই পরিবার গুলি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। আমরা তাঁদের স্বাগত জানালাম। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়নার গোজিনা গ্রাম পঞ্চায়েত

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

হিন্দি নয় বাংলা ভাষাতেইভাষণ দিতে হবে, বঙ্গ-বিজেপিকে ফরমান কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। আর তাই বাঙালি আবেগে শান দিতে চায় বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। কারণ বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে হিন্দি ভাষায় ভাষণ দিলে তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশি। তাই এবার বাঙালি আবেগে শান দিতে এবার নয়া ফরমান জারি করল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে নির্বাচনী মরশুমে এখন ডেইলি প্যাসেঞ্জারি শুরু করে দিয়েছেন হিন্দি বলয়ের বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা।

এছাড়া বাঙালি ভোটারের মানসিকতা এবং আবেগকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে সেটা অনুভব করেই এবারের নির্বাচনে কৌশল বদল করা হয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় নেতারা বাংলায় ঘুরে বেড়ালেও সভা-সমাবেশ কম করবেন বলে আপাতত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কারণ তাঁরা বাংলা ভাষা সেভাবে জানেন না। এবার বাংলা ভাষা শিখে কিছু কথা তাঁরা বাংলাতেই বলবেন বলে কৌশল নেওয়া হয়েছে। বুথ স্তরের প্রস্তুতি, সাংগঠনিক সমন্বয় ও নির্বাচনী রণকৌশল তৈরির কাজে কেন্দ্রীয় নেতারা বেশি ব্যস্ত থাকবেন। মাঝেমধ্যে বাংলায় ভাষণ দেবেন বলে সূত্রের খবর। তবে তাতে বিধানসভা নির্বাচনে কতটা ফসল ঘরে উঠবে তা নিয়ে সন্দিহান সবপক্ষই।আবার বঙ্গ-বিজেপির কিছু নেতাও সভা-সমাবেশে হিন্দি ভাষায় ভাষণ দিচ্ছেন। এবার তাতে রাশ টানল নয়াদিল্লির কেন্দ্রীয় নেতারা। সুতরাং নয়া ফরমানে বলা হয়েছে, বাংলা ভাষাতেই ভাষণ দিতে হবে বলে সূত্রের খবর।

এদিকে বাংলার নানা মনীষী সম্পর্কে কুকথা বলা থেকে শুরু করে ভুল বলে বারবার বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা বিতর্ক তৈরি করেছেন। খোদ প্রধানমন্ত্রীকে ভরা সংসদে বলতে শোনা গিয়েছে, 'বঙ্কিম দা'। 'স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণ' বলেও বিতর্ক বাড়িয়েছেন সদ্য। তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মুখে শোনা গিয়েছিল, 'রবীন্দ্রনাথ সান্যাল'। একইসঙ্গে একাধিক বিজেপি নেতা-মন্ত্রীকে বলতে শোনা গিয়েছে, রাজা রামমোহন রায় ব্রিটিশের দালাল ছিল। ক্ষুদিরাম বসুকে সন্ত্রাসবাদী এবং বন্দেমাতারম পঞ্চম জর্জের জন্য লেখা হয়েছিল-এসব বলে নানা সময়ে বিস্তর বিতর্ক তৈরি করা হয়েছিল। এবার এসব বলা যাবে না বলেও সতর্ক করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

অন্যদিকে বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনও কেন্দ্রীয় নেতা মঞ্চ থেকে হিন্দিতে ভাষণ যেন না দেন সেটাও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নয়া ফরমানে জানিয়ে দিয়েছেন। সুনীল বনসল থেকে ভূপেন্দ্র যাদব, অমিত মালব্য সবার ক্ষেত্রেই এই নিয়ম লাগু করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। আর বিজেপি সূত্রে খবর, এই সিদ্ধান্ত অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই নেওয়া হয়েছে। আগে বাংলার দায়িত্বে থাকা কৈলাস বিজয়বর্গীয়-সহ নানা কেন্দ্রীয় নেতা নিয়মিত জনসভায় বক্তব্য রাখতেন এবং সংবাদমাধ্যমের সামনে সুর চড়াতেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মতে, তাতে দলের লাভের চেয়ে বরং ক্ষতিই বেশি হয়েছে। তাই এখন বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য 'গৃহশিক্ষক' নিয়োগ করা হচ্ছে। বাংলায় কথা বলতে সাহায্য করবেন সুকান্ত-শমীক-শুভেন্দু বলে সূত্রের খবর।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(সাতাশতম পর্ব)

নিবেদিতার সে কী আনন্দ এমন উপহার পেয়ে, সকলের মাথায় হাতপাখা ছোঁয়াতে থাকেন। মা বলেন, মেয়েটা বড় সরল। আর বিবেকানন্দের প্রতি আনুগত্য দেখবার মতো। নিজের দেশ ছেড়ে এসেছে গুরুর দেশের কাজে লাগবে বলে। নিবেদিতার ভারতপ্রেম অতুলনীয়। এসব ছিল মায়ের মহিমা। মা ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা দের পরাস্ত করেছিলেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দাপ্রধান চার্লস অগস্টাস টেগার্ট-এর রিপোর্টের (১৯১৪) ভিত্তিতে বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল বিপ্লবীদের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

শুভেন্দুর গড়ে বড় ভাঙন, বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান প্রায় ৫০০ পরিবারের

বিজেপির হাত থেকে গেল তৃণমূলের দখলে। কিছুদিন পূর্বেই ময়নার বিজেপি নেতা চন্দন মন্ডল বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। চন্দন মন্ডলের পর তার স্ত্রী খুকুরানি মন্ডল এবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন।সাথে যোগ দেন পঞ্চায়েত সদস্যা কাকলী চৌধুরী সহ প্রায় ৫০০ পরিবার।

ফল স্বরূপ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির পঞ্চায়েত সংখ্যা ছিল ১০ এবং তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ছিল ৭, রবিবারের সন্ধ্যায় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করার পর বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য সংখ্যা নেমে দাড়ালো ৮ ।তৃণমূল হল ৯।সেক্ষেত্রে যোগদানের পরেই বিধানসভার আগেই গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া হল বিজেপির। সোমবার সকালে ওই পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে যায়।তবে সেক্ষেত্রে কোনপ্রভাব পড়বে না আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এমনটাই দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। তবে সময় যত এগোচ্ছে ততই বিরোধী দল বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদানের প্রবণতা বাড়ছে।বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে বিজেপি অধ্যুষিত আদিবাসী ভোটে ধস ইটাহারের পতিরাজপুর অঞ্চলে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

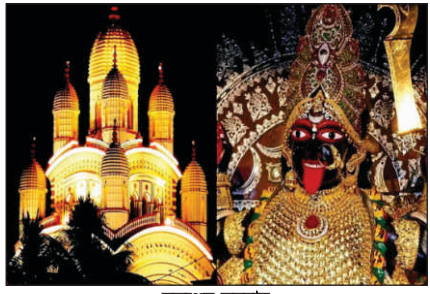

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

চামুণ্ডা থেকে কালীর বিবর্তনে এই মহাসুখ বা হ্লাদিনী শক্তির স্বরূপটি গুরুত্বপূর্ণ। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জানান যে সপ্তম শতাব্দীর গ্রন্থ বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে ভদ্রকালীর মনোহর রূপের কথা বলা হয়েছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ঝাড়গ্রামের ছাতিনাশোলে ব্লক অফিস চত্বরে কমিউনিটি হল নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ,নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার ও অর্থ আত্মসাতের দাবি,তদন্তের আবেদন

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে গোপীবল্লভপুর এক নং ব্লকের ছাতিনাশোলে ব্লক অফিস চত্বরে তৈরি হচ্ছে একটি কমিউনিটি হল। এলাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য এই ভবনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই দাবি প্রশাসনের। তবে নির্মাণকাজ ঘিরে উঠেছে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ। অভিযোগ, নিম্নমানের ইট, সিমেন্ট ও অন্যান্য সরঞ্জাম ব্যবহার করে কমিউনিটি হল নির্মাণ করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে বলেও দাবি উঠেছে। এই অভিযোগ তুলেছে আদিবাসী সংগঠন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্মাণকাজের গুণমান অত্যন্ত খারাপ এবং নির্ধারিত মান বজায় রাখা হচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে গোপীবল্লভপুর ১ ব্লকের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রসুন কুমার প্রামানিক জানান, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প তাঁদের দপ্তরের মাধ্যমে সরাসরি নির্মিত হচ্ছে না। তবে অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।অন্যদিকে ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদ-এর সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি বলেন, অভিযোগের বিষয়টি তাঁর নজরে এসেছে এবং তিনি ইতিমধ্যেই খোঁজ নেওয়া শুরু করেছেন। কোনও ধরনের দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না বলেও তিনি স্পষ্ট করেন। অভিযোগ রয়েছে, যে ঠিকাদার সংস্থা টেন্ডার পেয়েছিল তারা নিজেরা কাজ না করে অন্য একটি সংস্থাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে। ফলে নির্মাণের মান ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও অভিযুক্ত সংস্থার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।এদিকে সংগঠনের প্রতিনিধি ঢাঙ্গা হাঁসদা সংবাদমাধ্যমের সামনে দাবি করেন, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ হচ্ছে। বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন। এ বিষয়ে কত টাকার কাজ হচ্ছে অন্যান্য নথি দেখতে চাওয়াই সেই সমস্ত কাগজপত্র কেউ দেখাচ্ছে না।

মুকুল রায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী বিজেপি, বিস্ফোরক অভিযোগ ফিরহাদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন একসময়ের তৃণমূলের সেকেণ্ড ইন কমান্ড মুকুল রায়। মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিলেন। তারজেরেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। মুকুল রায়ের মৃত্যুর পরে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ফিরহাদ হাকিমের অভিযোগ, মুকুল রায় তাঁর কাছে দাদা। ছোট থেকেই দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে দেখেছেন। বিপদে পড়লেই তাঁর কাছে ছুটে যেতেন। তিনি সমস্যার সমাধান করে দিতেন। তাঁকে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু বিজেপিতে যাওয়ার পর থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর আরও অভিযোগ, মুকুল রায়ের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। বিজেপি না করলে জেলে যাওয়ার হুমকি পেয়েছিলেন। আদর্শ, নীতি তৃণমূল হলেও জোর করে বিজেপিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর থেকেই ভেঙে পড়েছিলেন মুকুল রায়। ডিমেনশিয়া ছিল। ভয়ে ভয়ে থাকতেন। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। স্ট্রোক হয়েছিল। তাঁর এই মৃত্যুর জন্য বিজেপি দায়ি। তাঁর ওপরে ক্রমাগত চাপ দেওয়া হয়েছিল। তাই তিনি ভাল থাকতে পারেননি। ভিতর থেকে ভেঙে গিয়েছিলেন। তাঁর জেরেই মৃত্যু হয়েছে।সল্টলেকের বেসরকারি হাসপাতালে রবিবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন মুকুল রায়।

সোমবার তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁর একসময়ের সতীর্থরা। হাসপাতাল থেকে প্রথমে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বিধানসভায়। সেখান থেকে দেহ নিয়ে যাওয়া হয় কাঁচরাপাড়ার বাড়িতে। সেখান থেকে দেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হালিশহর শ্মশানে। গোটা রাস্তাতেই হাজির ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিধানসভায় তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

আসিম মুনির ঘনিষ্ঠ সেনা কর্তা কামরুল হাসানকে সরালেন তারেক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকা: বাংলাদেশের মসনদে বসেই খেলা শুরু তারেক রহমানের। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিএনপি নেতা তারেক রহমান। বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন তিনি। আর মসনদে বসেই দেশের সেনাবাহিনীকে 'রাজাকার' মুক্ত করা শুরু করলেন তারেক রহমান।অন্যদিকে জামায়েত ঘনিষ্ঠ বর্তমান পিএসও লেফটেন্যান্ট জেনারেল তথা আসিম মুনির ঘনিষ্ঠ এস এম কামরুল হাসানকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে পরবর্তী দায়িত্ব দিতে বিদেশ মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হয়েছে। অন্যদিকে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদফতরের (ডিজিএফআই) বর্তমান পরিচালক তথা জামায়েত ঘনিষ্ঠ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমকে সরিয়ে নতুন মহাপরিচালক করা হয়েছে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ কায়সার রশিদ চৌধুরীকে। তাঁকে মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। আর মেজর জেনারেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে পরবর্তী দায়িত্ব দিতে বিদেশ মন্ত্রকে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া দিল্লিতে বাংলাদেশ হাই কমিশনে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্বরত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. হাফিজুর রহমানকে পদোন্নতি দিয়ে মেজর জেনারেল করা হয়েছে। তাঁকে খুলনায় ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি করা হয়েছে। আর এই দায়িত্বে থাকা মেজর জেনারেল জে এম ইমদাদুল ইসলামকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের কমান্ড্যান্ট পদে বদলি করা হয়েছে।দেশের সেনাবাহিনীর শীর্ষপদে একাধিক রদবদল করা হয়েছে। পাশাপাশি সেনার শীর্ষপদ থেকে সরানো হয়েছে জামায়াতের ঘনিষ্ঠ দুই আধিকারিককে। প্রথমত জামায়েত ঘনিষ্ঠ প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার কামরুল হাসানকে সেনা থেকে সরিয়ে রাষ্ট্রদূত করে বিদেশে পাঠানো হচ্ছে। পাকিস্তানের সেনা প্রধান আসিম মুনিরের ঘনিষ্ঠ হিসেবেও কুখ্যাত তিনি। অন্যদিকে ডিজিএফআইয়ে বর্তমান মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমকেও রাষ্ট্রদূত হিসেবে পরবর্তী দায়িত্ব দিতে বিদেশে মন্ত্রকে বদলি করা হয়েছে। জাহাঙ্গীর আলমও জামায়েত ঘনিষ্ঠ।

মুলত, সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ে রদবদলে চিফ অফ জেনারেল স্টাফ, প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার এবং ডিজিএফআই প্রধান পদে এসেছে নতুন মুখ। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী হয়েই সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ের পুরোনো আধিকারিকদের বদলি করা হল। রবিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে সেনা সদর দফতর থেকে এই সংক্রান্ত আদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) হিসেবে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ডের (আর্টডক) জিওসি লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাইনুর রহমানকে। এই পদে আগে যিনি ছিলেন অর্থাৎ সিজিএস লেফট্যানেন্ট জেনারেল মিজানুর রহমান শামীম সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। অন্যদিকে চট্টগ্রামের ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মীর মুশফিকুর রহমানকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ ভারত ট্যাক্সির 'সারথি' দের সঙ্গে আলাপচারিতা করলেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ নতুন দিল্লিতে ভারত ট্যাক্সির 'সারথি' দের সঙ্গে আলাপচারিতা করলেন।

আলাপচারিতায় শ্রী অমিত শাহ বলেন, যাঁরা পরিশ্রম করবেন মুনাফা তাঁদেরই হওয়া উচিত। উদ্দেশ্যটা হল ট্যাক্সি মালিকরা যেন সমৃদ্ধ হন। সারথিরাই প্রকৃত মালিক।

শ্রী অমিত শাহ বলেন, দেশের ৫ টি বড় সমবায়কে একসঙ্গে করে ভারত ট্যাক্সি তৈরি করা হল। যখন সারথির সংখ্যা বাড়বে যদি কোনও সারতি অংশীদার হওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন, তাহলে তিনি ৫০০ টাকা মূল্যের শেয়ার কিনলেই মালিকানা স্বত্ত্ব পাবেন। তিনি আরও বলেন, যখন বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের নির্বাচন হবে তখন কয়েকটি আসন সারথিদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে।

কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী বলেন, ভারত ট্যাক্সির উদ্দেশ্য বেসরকারি কোম্পানির মতো বিশাল মুনাফা করা নয়, ভারত ট্যাক্সির লক্ষ্য আমাদের চালক ভাইদের শক্তিশালী করা। ভারত ট্যাক্সির নীতি নির্ধারণ করবেন সারথিরাই। ভারত ট্যাক্সি চালকদের নিজস্ব সংস্থা। সহযোগিতাই এর পথ প্রদর্শন করবে।

শ্রী অমিত শাহ জানান, ভারত ট্যাক্সির মোট আয়ের ২০ শতাংশ সারথির মূলধন হিসেবে জমা হবে। প্রথম ৩ বছর ভারত ট্যাক্সিকে জনপ্রিয় করে তোলার দিকে নজর দেওয়া হবে। এর পরে যা মুনাফা হবে তার ২০ শতাংশ থাকবে ভারত ট্যাক্সির, ৮০ শতাংশ পাবেন সারথি ভাইয়েরা।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী বলেন, ভারত ট্যাক্সির সূচনা একটি বড় সমবায় আন্দোলন। এতে ভারত ট্যাক্সি সারথিদের ট্যাক্সি মর্টগেজ রাখবে এবং সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে তাদের ঋণ দেবে। শ্রী অমিত শাহ জানান, এর মধ্যে কোনও লুকোছাপা নেই। সবধরনের তথ্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে সারথিদের। ভারত ট্যাক্সি একদিন বিশ্বে সবচেয়ে স্বচ্ছ ক্যাব পরিষেবা হয়ে উঠবে।

শ্রী অমিত শাহ জানান, সারথি দিদির অর্থাৎ মহিলা চালকের কথা ভাবা হয়েছে। এতে মহিলা সারথিরা আত্মনির্ভর হয়ে উঠবেন এবং মহিলা যাত্রী ও সারথিদের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। ভবিষ্যতে ভারত ট্যাক্সি অ্যাপে 'সারথি দিদি'-র সংস্থান থাকবে। কোনও একক মহিলা যাত্রী এর মাধ্যমে সারথি দিদির পরিষেবা পাবেন।

সিনেমার খবর

বিয়ের গুজব নিয়ে মৃণাল বললেন ‘টাকা দিয়েও এত পাবলিসিটি পেতাম না’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত দুই সপ্তাহ ধরে নেটদুনিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন বলিউড ও দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী মৃণাল ঠাকুর। গুঞ্জন রটেছিল, ভালোবাসা দিবসে দক্ষিণী অভিনেতা ধানুশের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন তিনি। তবে কথিত সেই বিয়ের দিন পেরিয়ে গেলেও মৃণাল এখনও সিঙ্গেল।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই গুজব নিয়ে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন অভিনেত্রী এবং গুজব রটনাকারীদের দিয়েছেন এক বিশেষ বার্তা।

ভারতীয় গণমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মৃণাল কৌতুকের ছলে বলেন, গুজব রটনাকারীদের অনেক ধন্যবাদ। আমি যদি ৩ কোটি, ৬ কোটি বা ১০ কোটি টাকাও খরচ করতাম, তাহলেও সম্ভবত নিজের ছবির জন্য এত পাবলিসিটি (প্রচার) পেতাম না। যারা আমার বিয়ের ভুয়া খবর ছড়াচ্ছেন, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ!

ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ না করে মৃণাল আরও যোগ করেন, আমি খুব খোলা মনের মানুষ। আমার জীবনে তেমন কিছু ঘটলে আমি নিজেই সবাইকে জানাব। এসব গুজবে কান দিয়ে শক্তি নষ্ট করলে আমি ক্যারিয়ারে ফোকাস করতে পারব না।

মৃণালের আগামী ছবি ‘দো দিওয়ানে শেহের মে’-তে তাকে এমন এক শহুরে মেয়ের চরিত্রে দেখা যাবে, যে অ্যারেঞ্জড ম্যারেজের জন্য পাত্র খুঁজছে। বাস্তব জীবনে পরিবারের পক্ষ থেকে বিয়ের কোনো চাপ আছে কি না—জানতে চাইলে মৃণাল মাথা নেড়ে বলেন, ওরা বলে এবার থিতু হও।

তবে অভিনেত্রী জানান, তার পরিবার তার কাজের ধরন বোঝে। বলিউড এবং দক্ষিণী সিনেমার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা যে কতটা কঠিন, তা তারা উপলব্ধি করেন। মৃণালের ভাষায়, অভিনেতা হওয়া মানে অনেকটা সন্ন্যাসী হওয়ার মতো। এখানে খাওয়া, ঘুম এবং ব্যক্তিগত অনেক কিছুই বিসর্জন দিতে হয়।

বিয়ের পরিকল্পনা নিয়ে দার্শনিক ভঙ্গিতে মৃণাল বলেন, আমি বর্তমানে ক্যামেরার সঙ্গে প্রেম করছি। আর আমার একমাত্র ধ্রুব সঙ্গী হিসেবে আমি এই ক্যামেরাকেই চাই।

উল্লেখ্য, গত কয়েক মাস ধরে ধানুশের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে নানা খবর এলেও দুই তারকার কেউই এতদিন বিষয়টি নিয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি।

বিয়ের গুঞ্জনের মাঝেই দর্শকরা অপেক্ষায় আছেন মৃণালের পরবর্তী রোমান্টিক ড্রামা ‘দো দিওয়ানে শেহের মে’-র জন্য। এই ছবিতে তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী। ছবিটি পরিচালনা করেছেন রবি উদয়ওয়ার এবং প্রযোজনা করছেন সঞ্জয় লীলা বানসালি। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি ছবিটি মুক্তি পাবে।

‘ডন থ্রি’তে অভিনয়ের গুঞ্জন, যা বললেন হৃতিক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘ডন থ্রি’তে কাস্টিং ঘিরে জল্পনা যেন থামছেই না। প্রথম দুই কিস্তিতে শাহরুখ খান অভিনীত আইকনিক চরিত্র ‘ডন’ দর্শকমনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। তবে তৃতীয় কিস্তিতে হঠাৎ করেই নায়ক হিসেবে রণবীর সিংয়ের নাম ঘোষণা করা হলে বিতর্ক শুরু হয়।

মাসখানেক আগে সেই বিতর্কে নতুন মোড় আসে, যখন জানা যায়-রণবীর সিং আর ‘ডন থ্রি’র অংশ নন। এমন পরিস্থিতিতে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে, ‘ডন থ্রি’তে রণবীরের পরিবর্তে নাকি সেই চরিত্রে দেখা যাবে হৃতিক রোশনকে। অনেকেই ভেবেছিলেন এই গুঞ্জনই সত্যি হবে শেষমেশ। এবার সেই জল্পনায় মুখ খুললেন হৃতিক।

সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে জবাব দেন হৃতিক। তিনি বলেন, ক্রমাগত এই জল্পনা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। এবার মনে হয় এর রাশ টানার সময় এসে গিয়েছে। কারণ গুঞ্জন আর এখন গুঞ্জন থাকছে না। এটা রীতিমতো নানা বিতর্কের জন্ম দিচ্ছে। যা দিনের পর দিন সহ্য করাও এবার মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। চারদিকে গুঞ্জন আমি নাকি ‘ডন থ্রি’ ছবিতে অভিনয় করছি।

তিনি আরও বলেন, স্পষ্ট করে আমি একটাই কথা বলতে চাই, অমিতাভ বচ্চন ও শাহরুখ খানের ছেড়ে যাওয়া জুতায় আমি পা গলাচ্ছি না। তার থেকেও বড় কথা আমার কাছে কখনও এই ছবির প্রস্তাব আসেইনি। যা রটছে তা পুরোটাই ভুয়া, ভিত্তিহীন। তাই সংবাদমাধ্যমকেও অনুরোধ এই নিয়ে গুজব ছড়ানোর আগে সঠিক খবরটা জানুন তারপর বলুন।

শাহরুখকে নিজের চেয়েও ‘বড় অভিনেতা’ বললেন জেসন মোমোয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলিউড অভিনেতা জেসন মোমোয়া। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শাহরুখকে ‘অত্যন্ত সুদর্শন’ অভিহিত করার পাশাপাশি তাকে নিজের চেয়েও বড় মাপের অভিনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন ‘অ্যাকোয়াম্যান’ খ্যাত এই তারকা।

নিজের নতুন সিনেমা ‘দ্য রেকিং ক্রু’-এর প্রচারণায় অংশ নিয়ে জেসন মোমোয়া শাহরুখ সম্পর্কে বলেন, হ্যাঁ, তিনি খুবই সুদর্শন। তিনি অত্যন্ত হ্যান্ডসাম। তিনি শুধু একজন বড় তারকাই নন, বরং একজন খাঁটি ভদ্রলোক।

জেসন আরও যোগ করেন, আমরা একে অপরের কাজের ভক্ত। সত্যি বলতে, শাহরুখ আমার চেয়েও অনেক বড় মাপের অভিনেতা এবং পারফরমার। তার প্রতি আমার অগাধ সম্মান রয়েছে।

উল্লেখ্য, জেসন মোমোয়া এবং শাহরুখ খানের পরিচয় বেশ পুরোনো। সৌদি আরবে আয়োজিত ‘জয় অ্যাওয়ার্ডস’-এ তাদের প্রথমবার একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল। সেখানে এই দুই তারকার সঙ্গে জ্যাকি চ্যান এবং জঁ-ক্লদ ভ্যান ড্যামের মতো বিশ্ববিখ্যাত কিংবদন্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি আবারও তাদের একসঙ্গে দেখা যাওয়ার ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

জেসন মোমোয়া অভিনীত অ্যাকশন-কমেডি ছবি ‘দ্য রেকিং ক্রু’ গত ২৮ জানুয়ারি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম প্রাইম ভিডিওতে মুক্তি পেয়েছে। এতে তার সঙ্গে আরও অভিনয় করেছেন ডেভ বাতিস্তা।

অপরদিকে, শাহরুখ ব্যস্ত তার আগামী সিনেমা ‘কিং’ নিয়ে। সিদ্ধার্থ আনন্দের পরিচালনায় এই ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে দেখা যাবে তার মেয়ে সুহানা খানকে। এ ছাড়া আরও থাকবেন দীপিকা পাড়ুকোন, অভিষেক বচ্চন ও আরশাদ ওয়ার্সি। ছবিটি চলতি বছরের বড়দিনে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

‘সব দিক থেকেই অপদস্থ হয়েছে ভারত’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বড় ব্যবধানে হারের পর ভারতীয় দলের কৌশল ও ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী সাবেক ক্রিকেটার কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। তাঁর মতে, ভুল সিদ্ধান্ত ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাটিংয়ের কারণে সব দিক থেকেই অপদস্থ হতে হয়েছে ভারতকে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আহমেদাবাদে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুটা ভালোই করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে দ্রুত তিন উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ আনে ভারত। ২০ রানের মধ্যে তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে প্রোটিয়ারা। কিন্তু সেই চাপ ধরে রাখতে পারেনি স্বাগতিকরা।

এরপর ডেভিড মিলার ও ডেওয়াল্ড ব্রেভিস-এর জুটিতে ঘুরে দাঁড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ পর্যন্ত ১৮৭ রানের বড় পুঁজি দাঁড় করায় তারা। প্রায় ৯১ হাজার দর্শকের সামনে সেই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১১১ রানেই গুটিয়ে যায় ভারত।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ক্ষোভ প্রকাশ করে শ্রীকান্ত বলেন, দায়িত্বজ্ঞানহীন শটই ডুবিয়েছে ভারতকে। বিশেষ করে ইশান কিষান ও আভিশেক শর্মা-র সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

শ্রীকান্তের ভাষায়, 'আগের বলেই মিড-অনে ধরা পড়তে যাচ্ছিল ইশান কিষান, তবুও পরের বলে স্লগ করতে গেল। এমন ঝুঁকির কী প্রয়োজন ছিল? রিঙ্কু সিংকে যেখানেই নামানো হচ্ছে, সে এক অঙ্কেই আউট হচ্ছে। আইসিসি টুর্নামেন্টে চাপ আলাদা, এখানে মানসিক দৃঢ়তাই আসল।'

শুধু ব্যাটারদের নয়, টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তকেও কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি। শ্রীকান্তের মতে, সুরিয়াকুমার যাদব-এর তিন নম্বরে নামা উচিত ছিল। ডানহাতি-বাঁহাতি কম্বিনেশনের অজুহাতে ব্যাটিং অর্ডার এলোমেলো করাকে ‘হাস্যকর’ আখ্যা দেন তিনি।

বিশেষ করে হার্দিক পান্ডিয়া-কে সাত নম্বরে নামানো নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন সাবেক এই অধিনায়ক। তাঁর মতে, চাপের সময়ে হার্দিক পাঁচ নম্বরে কার্যকর হতে পারতেন, কিন্তু অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে তাকে নিচে নামানো হয়েছে।

শ্রীকান্তের মন্তব্য, 'ভারত আজ সব দিক থেকেই অপদস্থ হয়েছে। সাধারণত আমরা প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলি, আজ তার উল্টো হয়েছে। ভালো ক্রিকেট আর সঠিক মানসিকতাই শেষ পর্যন্ত পার্থক্য গড়ে দেয়।'

এক হারেই বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার শঙ্কায় ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্বে প্রথম ম্যাচেই বড় ধাক্কা খেয়েছে ভারত। গতকাল আহমেদাবাদে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭৬ রানে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার শঙ্কায় পড়েছে দলটি।

এই হারের ফলে ভারতের নেট রান রেট (-৩.৮০০) এতটাই নিচে নেমে গেছে যে, সেমিফাইনালে যেতে হলে এখন পরের দুটি ম্যাচে কেবল জয় নয়, বরং বড় ব্যবধানে জয়ের কঠিন সমীকরণের সামনে দাঁড়িয়ে ভারত।

দলটির সহকারী কোচ রায়ান টেন ডেসকাট দলের পারফরম্যান্সে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেন, আমরা অনেক বড় মাপের ভুল করে ফেলেছি। কেউ এসে আপনাকে সেমিফাইনালের টিকিট হাতে ধরিয়ে দেবে না। এখন সব দায়িত্ব এই ক্রিকেটারদের ওপরই, তাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে এবং টানা দুটি ম্যাচে দাপুটে পারফরম্যান্স দেখাতে হবে।

সেমিফাইনালে যেতে কী দরকার

এখন ভারতের সামনে সমীকরণ পরিষ্কার-বাকি দুই ম্যাচই জিততে হবে। সুপার এইটে তাদের পরের দুই ম্যাচের প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়ে। দুই ম্যাচ জিতলে ভারতের পয়েন্ট হবে ৪, যা সাধারণত সেমিফাইনালের জন্য যথেষ্ট।

তবে জটিলতা তৈরি হতে পারে অন্য ফলাফলে। যদি দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের বাকি দুই ম্যাচের একটি হারে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ-জিম্বাবুয়ে ম্যাচের জয়ী দল দক্ষিণ আফ্রিকাকেও হারায়, তাহলে তিন দল ৪ পয়েন্টে সমান হতে পারে। সে ক্ষেত্রে নির্ধারক হবে নেট রানরেট। ভারতের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক পরিস্থিতি হবে-দক্ষিণ আফ্রিকা বাকি দুই ম্যাচই জিতলে।

এক ম্যাচ জিতলে কী হবে

ভারত যদি দুই ম্যাচের একটিতে জেতে, তাহলে সমীকরণ আরও কঠিন হবে। সে ক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সব ম্যাচ জিততে হবে এবং ভারতের একমাত্র জয় আসতে হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-জিম্বাবুয়ে ম্যাচের বিজয়ীর বিপক্ষে। তখন তিন দল ২ পয়েন্টে সমান হলে আবারও হিসাব হবে নেট রানরেটে।

সব মিলিয়ে, শুধু হার নয়-বড় ব্যবধানে হারই ভারতের জন্য বড় সমস্যার কারণ হয়েছে। ফলে এখন তাদের অভিযান কার্যত ঝুলে আছে সূক্ষ্ম সমীকরণের ওপর।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR